চতুর্থ সেমিস্টার (সাম্মানিক) (২০২০ -জানুয়ারী - জুন)

তিয়াসা দে
বাংলা বিভাগ
বিভাগ - গ , ক্রমিক সংখ্যা - ১৬৮
সুরেন্দ্রানাথ কলেজ
রেজিস্ট্রেশন নং- ১১৫-১২১১-০৩২৮-১৮
রোল নং- ১৮২১১৫-১১-০০১২

পরামর্শ ও সহায়তা ঃ

অধ্যাপিকা সুমিতা সাহা (বিভাগীয় প্রধান)

বিষয়

*মধ্যযুগের বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর ধারা: কবি ও কাব্য

*বৈষ্ণব পদাবলী
*বিদ্যাপতি (চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগের কবি)
*চণ্ডীদাস (চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগের কবি)
*জ্ঞানদাস (চৈতন্যোত্তর যুগের কবি)
*গোবিন্দদাস (চৈতন্যোত্তর যুগের কবি)
*শাক্ত পদাবলী
*রামপ্রসাদ সেন
*কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

বৈষ্ণব পদাবলী

ধর্ম সাধানা ও ঈশ্বরসাধানা হল বাংলা সাহিত্যের আদি ভিত্তি । ধর্মকেন্দ্রিক সাহিতের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর স্থান সকলের আগে । বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের রসভাষ্য নামে খ্যাত এক শ্রেণীর ধর্মসঙ্গীত সংগ্রহ। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যর সূচনা ঘটে চতুর্দশ শতকে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস -এর সময়ে, তবে ষোড়শ শতকে এই সাহিত্যের বিকাশ হয়। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান অবলম্বন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা।

বৈষ্ণব পদাবলীর শিল্পীরা ছিলেন নরহরি সরকার , বাসু ঘোষ, লোচন দাস, জ্ঞানদাস,গোবিন্দদাস , প্রমুখ। 'লীলাকীর্তন' সংগঠনের প্রধান, নরোত্তম ঠাকুর ও ছিলেন শিল্পী। শ্রীচৈতন্য পরে একে ধর্মীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন। বৈষ্ণব পদাবলী ব্রজবলি ও বাংলা ভাষায় রচিত।

বিদ্যাপতি (চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগের কবি)

বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতকের মৈথিলি কবি। বঙ্গদেশে তার প্রচলিত পদাবলীর ভাষা ব্রজবুলি। কথিত আছে যে পরমপুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন তার রচিত পদ গাইতে ভালবাসতেন। বাঙালিরা চর্যাগীতির ভাষা থেকে এই ব্রজবুলীকে অনেক সহজে বুঝতে পারেন। এই কারণেই বিদ্যাপতিকে বাঙালি কবিদের অন্যতম হিসেবে গণ্য করা হয়।কবি বিদ্যাপতির জন্ম দ্বারভাঙা জেলার বিসফী গ্রামের এক বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে। তার কৌলিক উপাধি ঠক্কুর বা ঠাকুর। বংশপরম্পরায় তারা মিথিলার উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন।

বিদ্যাপতির পদাবলী রচনায় যে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা তার অসংখ্য পদে লক্ষ করা যায়। রাধার প্রেমলীলার বিচিত্র পরিচয় তার পদে বিধৃত।

যেমন- ১) "এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

২) "তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত - মিত – রমণী – সমাজে।"

কবি বিদ্যাপতির কাব্যে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রতিফলিত হয়নি, তিনি এই অলৌকিক প্রেমকাহিনীকে মানবিক প্রেমকাহিনী হিসেবে রূপ দিয়েছেন।তার ভাব ভাষা চিত্ররূপ অলঙ্কার ও ছন্দে পরবর্তীকালের অনেক পদকর্তা বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করেছেন।

চণ্ডীদাস(চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগের কবি)

পদাবলীর চণ্ডীদাস (১৩৭০-১৪৩০) মধ্যযুগের চতুর্দশ শতকের বাঙালি কবি। তিনি চৈতন্য-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা হিসেবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। চৈতন্যদেবের জন্মের আগে থেকেই চণ্ডীদাসের নামোল্লেখিত বহু গীতিপদ মানুষের মুখে মুখে ফিরত। চৈতন্যদেব নিজে তার পদ আস্বাদন করতেন।বাংলা ভাষায় রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কিত প্রায় ১২৫০ টির অধিক কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে রচয়িতা হিসেবে *বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস* ও *দ্বিজ চণ্ডীদাস* তিনটি ভিন্ন নামের উল্লেখ রয়েছে আবার কোনোটিতে রচয়িতার নামের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় নি।

প্রথম চণ্ডীদাস হিসেবে পদাবলীর চণ্ডীদাসকে ধারণা করা হয় যিনি আনুমানিক ১৪ শতকে বীরভূম জেলায় (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ) জন্ম নেন; তিনি চৈতন্য-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা হিসেবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তার বিরচিত পদগুলির মধ্যে কয়েকটি হল –

১) "এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি ।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি ।।"

২) "কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান ।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ।।"

জ্ঞানদাস (চৈতন্যোত্তর যুগের কবি)

কবি জ্ঞানদাস (**শ্রীমঙ্গল**, **মঙ্গল ঠাকুর** বা **মদনমঙ্গলা** নামেও পরিচিত ছিলেন) একজন মধ্যযুগীয় বাংলা কবি। তার জন্ম ১৫৬০ সিউড়ী ও কাটোয়ার অন্তর্বর্তী কাঁদড়া নামক গ্রামে মঙ্গলাখ্য বিপ্রবংশে। তিনি ষোল শতকের পদাবলী সাহিত্যের একজন সেরা কবি।শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে জানা যায়,জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ শাখার একজন বৈষ্ণব। নিত্যানন্দ ছিলেন চৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সহচর এবং বাংলার বৈষ্ণব সমাজের খুব বড় নেতা। জ্ঞানদাসের অনেক পদে নিত্যানন্দের ভক্তি ও প্রশংসা আছে। পদগুলো পড়লে মনে হয় জ্ঞানদাস নিত্যানন্দকে অনেক কাছ থেকেই দেখেছিলেন। নিত্যানন্দের মৃতুর পর তার দ্বিতীয়া স্ত্রী জাহ্নবা দেবী বৈষ্ণব সমাজের নেত্রী হয়েছিলেন। জ্ঞানদাস ছিলেন জাহ্নবা দেবীর শিষ্য। চৈতন্যের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে বৈষ্ণব গ্রন্থগুলো প্রচারের দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন, নরোত্তম দাস (আনুমানিক ১৫৪০-১৬১০) তাদের মধ্যে একজন। তিনি রাজশাহী জেলার খেতুরি নামক স্থানে এক মহা উৎসবের আয়োজন করেছিলেন এবং উৎসবে বাংলাদেশের সব বৈষ্ণবকে ডেকেছিলেন। সেই মহামেলায় জ্ঞানদাসও অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। তখন নাকি তার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। জ্ঞানদাস বলরাম দাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের সমসাময়িক হতে পারেন।জ্ঞানদাস একজন উৎকৃষ্ট পদকার ছিলেন। তার কিছু স্বরনীয় পদ আছে। যেমন-

১) **রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর**
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁন্দে প্রতি অঙ্গ মোর।

২) **সুখের লাগিয়ে এ ঘর বান্ধিনুঁ**
অনলে পুড়িয়া গেল ।

এই সব পদ বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পদাবলীর গুণ ও মান বৃদ্ধিতে জ্ঞানদাসের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ষোল শতক পদাবলীর স্বর্ণযুগ। জ্ঞানদাস এই স্বর্ণযুগের কবি। ভক্তের অনুভূতিকে কবিতায় প্রকাশ করার অপূর্ব প্রতিভা তার মধ্যে ছিল।

গোবিন্দদাস (চৈতন্যোত্তর যুগের কবি)

গোবিন্দদাস কবিরাজ (১৫৩৫ - ১৬১৩) হলেন বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের একজন বিখ্যাত পদকর্তা। তিনি চৈতন্য-উত্তর বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। একাধারে সাধক, ভক্ত ও রূপদক্ষ, গোবিন্দদাসকে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলা চলে। তার রচিত পদাবলী ধর্মীয় তত্ত্ব ও কাব্যিক রসসিদ্ধির সুসামঞ্জস্য সমাহারে পরিপূর্ণ।গোবিন্দদাসের জন্মস্থান মাতুলালয় বর্ধমান জেলার একটি বিশিষ্ট এলাকা শ্রীখন্ড। তার পিতা চিরঞ্জীব সেন ও মাতা সুনন্দা। ইনি ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। তাকে 'বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য' বলা হয়। নিষ্ঠার সঙ্গে আন্তরিকতার এমন মিশ্রণ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে দুর্লভ। 'পূর্বরাগ', 'অভিসার', 'মান', 'আপেক্ষানুরাগ', 'বাসকসজ্জা, কলহস্তরিকা', 'মাথুর' ইত্যাদি পর্যায়ে কৃতিত্ব দেখালেও রাধার অভিসারের পদ রচনায় তার প্রতিভা চূড়ান্ত শীর্ষে রয়েছে। বৈষ্ণবধর্ম অনুযায়ী বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব দেখে জীব গোস্বামী তাকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই থেকে তিনি হলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। তার লিখিত পদগুলি হল –

1) "কন্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।"

২) "মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।"

শাক্ত পদাবলী

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল পদাবলী সাহিত্য। গীতিকবিতাধর্মী এই পদাবলী সাহিত্য মূলত দুই ভাগে বিভক্ত ১) বৈষ্ণব পদাবলী ও ২) শাক্ত পদাবলী। শাক্ত বিষয়ক ধর্ম চেতনার প্রচিনতম পরিচয় পাওয়া যায় ঋগ্বেদের দেবিসূক্তে। যদিও শাক্ত পদাবলী নামকরণটি আধুনিক কালের। অষ্টাদশ শাতব্দীতে শাক্ত সাধনাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত পদ রচিত হয়েছিল তাকেই শাক্ত পদাবলী বলা হয়।

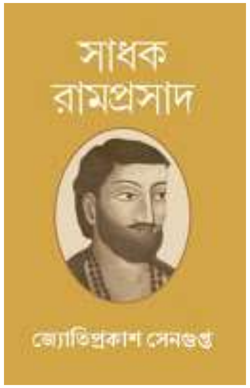

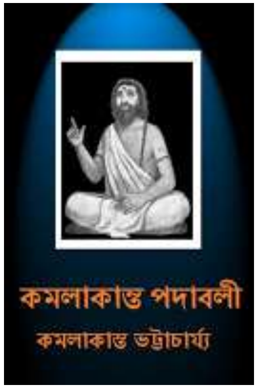

শাক্ত পদাবলীকে ১২টি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি। পর্যায়গুলি হল যথাক্রমে - বাল্যলীলা, আগমনী, বিজয়া, জগজ্জননীর রূপ, মা কি ও কেমন, ভক্তির আকুতি, মনোদীক্ষা, মাতৃপূজা, সাধনশক্তি, নামমহিমা, ও চরণতীর্থ, ইচ্ছাময়ী মা / লীলাময়ী / ব্রহ্মময়ী মা। রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য হলেন এই পদের অন্যতম পদ কর্তা।

রামপ্রসাদ সেন

"কবিরঞ্জন" রামপ্রসাদ সেন (১৭১৮ বা ১৭২৩ – ১৭৭৫) ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর এক বিশিষ্ট বাঙালি শাক্ত কবি ও সাধক। বাংলা ভাষায় দেবী কালীর উদ্দেশ্যে ভক্তিগীতি রচনার জন্য তিনি সমধিক পরিচিত; তার রচিত "রামপ্রসাদী" গানগুলি আজও সমান জনপ্রিয়। রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের এক তান্ত্রিক পরিবারে। বাল্যকাল থেকেই কাব্যরচনার প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হত। পরবর্তীকালে তিনি তন্ত্রাচার্য ও যোগী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার রচিত ভক্তিগীতিগুলি তার জীবদ্দশাতেই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রামপ্রসাদ সেনের উল্লেখযোগ্য রচনা হল *বিদ্যাসুন্দর*, *কালীকীর্তন*, *কৃষ্ণকীর্তন* ও *শক্তিগীতি*।

যেমন- ১) "**গিরিবর, আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে। (বাল্যলীলা)**"

২) "**গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব নী) (আগমনী)**"

বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত ধারা বাউল ও বৈষ্ণব কীর্তনের সুরের সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণীর মিশ্রণে তিনি বাংলা সংগীতে এক নতুন সুরের সৃষ্টি করেন। *রামপ্রসাদী* সুর নামে প্রচলিত এই সুরে পরবর্তীকালেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম সহ বহু সংগীতকার গীতিরচনা করেছেন।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (অনেক সময় সাধক কমলাকান্ত নামেও পরিচিত) (১৭৭২-১৮২০) রামপ্রসাদ সেনের পরেই শাক্ত পদাবলী তথা শ্যামা সংগীতের অন্‌য়তম প্রধান কবি। তিনি মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের গুরু এবং সভাকবি ছিলেন। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ধমানের তার মাতুলালয়ের চান্না গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম মহামায়াদেবী।মহামায়াদেবী কমলাকান্তকে পড়াশোনার জন্য টোলে ভর্তি করে দেন। টোলে পড়াশোনার পাশাপাশি কমলাকান্ত গোপনে সাধন ভজন অনুশীলন শুরু করেন।কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের রচিত কয়েকটি বিখ্যাত গান হচ্ছে 'মজিল মোর মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে', 'শুকনো তরু মুঞ্জরে না', 'তুমি যে আমার নয়নের নয়ন' ইত্যাদি। তার রচিত কয়েকটি শাক্ত পদ হল -

১) “কবে যাব বল গিরিরাজ গৌরিরে আনিতে। (আগমনী)”

২) “ওরে নবমী নিশি, না হইও রে অবসান। (বিজয়া)”